সংবাদ

তারিখ ... 18 AUG 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৪ ...

শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্ররাজনীতির প্রভাব

অধ্যক্ষ গোলসান আরা বেগম

শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান ছাত্ররাজনীতি গ্যাংগ্রিনের মতো ছড়িয়ে পড়ছে জাতির আস্থা, বিশ্বাস ও প্রত্যাশার মেরু মজ্জায়। আদর্শবিবর্জিত ছাত্ররাজনীতির নামে সন্ত্রাস, মারামারি, টেন্ডারবাজি, অস্ত্রবাজি, হল দখল, চাঁদাবাজি ইত্যাদি অসৎ কার্যকলাপের বিস্তৃতি দেখে ত্যক্তবিরক্ত হয়ে কেউ কেউ বলছে, ছাত্রদের রাজনীতি থেকে দূরে রাখার বিধি বিধান জাতীয় পলিসিতে গ্রহণ করা উচিত। ছাত্রো বা অশ্রেয়, প্রশ্রয়দাতা গডফাদাররা তাদের অসৎ উদ্দেশ্যে চরিতার্থ করতে ছাত্র রাজনীতিকে পরিণত করছে ভয়, আতঙ্ক ও ঘৃণার নরক রাজ্যে। অথচ ছাত্র রাজনীতির অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য, গর্ব ও সাফল্য ছিল গৌরবোজ্জ্বল। ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় আন্দোলনের প্রতিবাদী উচ্চারণ, মিছিল, মিটিং-এ ছাত্রদের ভূমিকাই ছিল অগ্রগণ্য। অতীতে ক্লাসের সবচেয়ে মেধাবী এবং চরিত্রবান ছাত্ররাই রাজনীতিতে যুক্ত থাকত। যৌক্তিক দাবিনামা সামনে রেখে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচিকে ঘিরে তাদের কার্যকলাপ ছিল মার্জিত, ত্যাগী মনোবৃত্তির অর্থাৎ আদর্শের লড়াই। রাজনীতির পাশাপাশি পড়াশোনা করার তাগিদ থাকত তাদের দৈনন্দিন কর্মতালিকায়। এই ত্যাগী ছাত্র নেতারাই ধারাবাহিক রাজনৈতিক কর্মসূচি অনুশীলনের পর জাতীয় রাজনীতির হাল ধরত। অর্থাৎ ছাত্র রাজনীতিই ছিল জাতীয় রাজনীতির প্রজনন কেন্দ্র। কিন্তু এখন কি হচ্ছে? পারতপক্ষে মেধাবী ছাত্ররা এ রাস্তায় পা বাড়ায় না। প্রায় অমনোযোগী, বখাটে, মাস্তানি মতাদর্শে বিশ্বাসী ছাত্ররাই যুক্ত হয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে। ফলে রাজনীতিতে চলে আসছে রোমান্স, এডভেঞ্চার, আদর্শহীনতা নামক খারাপ উপসর্গের চর্চা, যা জাতীয় রাজনীতি, সামাজিক জীবন যাত্রা, রাষ্ট্রীয় উন্নতি ভাবমূর্তিকে করছে ক্ষতি ও হুমকির সম্মুখীন। এই ধরনের রোগগ্রস্ত অপরাজনীতির বিস্তার কারও কী কাম্য?

সত্যি কথা বলতে কি, শিকড়হীন ও আদর্শহীন রাজনৈতিক দল তাদের মেরুদণ্ড শক্ত করতে গিয়ে Money is no problem-এর মোহাচ্ছন্নে ছাত্র রাজনীতিকে করেছে ভাবমূর্তিহীন ও কলুষিত। শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিনিয়র নেতাদের প্ররোচনায় কোন না রাজনৈতিক ব্যানারে ভিড়ে যায়। যারা অতি মেধাবী বা গোবেচারা টাইপের তারা নিজেদের নিরপেক্ষতা টিকিয়ে রাখতে মরণপণ চেষ্টা করার পরও আদৌ পারে কিনা সন্দেহ। প্রকাশ্যে যে সব শিক্ষার্থী রাজনীতির খাতায় নাম লেখায় তাদেরও সর্বদা তটস্থ থাকতে হয়, কখন নিজের দলের বা অপর দলের উদ্ধত লাঠিটি উঠে আসে মাথায়, পিঠে বা ঘাড়ে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে। ছাত্র রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে বাড়তি টেনশনের জন্য কারও পড়াশোনা লাটে ওঠে। কূট চক্রান্তে কেউ বা বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে লাশের কফিনে ঢুকে যায় মায়ের বুকে। অথচ বাবা-মা কতই না সোনালি স্বপ্ন চোখে এঁকে মৃন্ময়-সম্বল বিক্রি করে শ্রম ঘাম ঝরিয়ে তার সন্তানকে পাঠায় সুখের সম্ভাবনার উচ্চ শিক্ষার পাদপীঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এই পতনশীল ছাত্ররাজনীতি কারও কাছে কি গ্রহণযোগ্য বা পছন্দনীয়? রাজনৈতিক রোষানলের কারণে রগকাটা, মাথা ফাটা, পা ভাঙ্গা এমনকি জীবন নাশের ভয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ চুকিয়ে শূন্য হাতে বাড়ি ফেরার নজির রয়েছে বহু ছাত্রের। উচ্চ শিক্ষা থেকে মাঝ পথে ঝরে পড়া এই ছাত্রদের দুর্বিসহ কষ্টের দায়ভার নিবে কে? প্রতিহিংসার রাজনীতি কি কারও কাম্য।

একটু পেছনে ফিরে যদি তাকাই তাহলে দেখতে পাই উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় ছাত্র রাজনীতির বীরত্বগাথা, ত্যাগ তিতিক্ষাময় গুরুত্বপূর্ণ পথ চলা। বায়ান্নতে বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি আদায়ের অভিপ্রায়ে ছাত্ররাই দুঃসাহসী প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিল। সর্বস্তরের জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে হরতাল, সভা, মিছিল ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনকে ছাত্ররা গণআন্দোলনে পরিণত করে প্রতিবাদের গতিবেগকে করেছিল দুর্বার। সে দিন ১৪৪ ভঙ্গ করে বুকের রক্ত রাজপথে ঢেলে দিয়ে বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি শুধু আদায় করেনি, আত্মচেতনা জাগ্রত করে বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও বীজ বপন করে স্বাধীন জাতি সত্তার। বায়ান্নর পর চুয়ান্নর নির্বাচন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টির ছয় দফা আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র সমাজের প্রতিবাদী ভূমিকা, লড়াই, নেতৃত্ব, ত্যাগ ছিল ঈর্ষণীয়। পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর পেছনে ত্যাগ তিতিক্ষাময়, আপসহীন রক্তক্ষয়ী, সফল কর্মতৎপরতায় ছাত্র রাজনীতির ভূমিকা ছিল তুলনাহীন। তারুণ্যে ভরপুর, তেজোদীপ্ত নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা কালের চক্রে আবর্তিত সংগ্রাম, লড়াইয়ে জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ না করলে কোন সংগ্রামই গৌরবময়, সফলতা ঘরে উঠে আসত কি না সন্দেহ। ইতিহাসের ভাজে ভাজে কোথায় নেই ছাত্ররাজনীতির সংগ্রামী প্রতিবাদী পরিবেশে রক্তক্ষয়ী ভূমিকা। গণমানুষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা, অর্থনৈতিক মুক্তি, অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশে অর্থাৎ সুদীর্ঘ দেশ মুক্তির লড়াইয়ে জনতার আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থেকে অনির্বাণ দীপ জ্বেলে ছাত্ররাই দেখিয়েছে সুমসৃণ পথ চলা। জেল, জুলুম, হুলিয়া, মৃত্যু ভয় মাথায় নিয়ে তারা রাজনীতি ও পড়াশুনা দুটো ক্ষেত্রেই রেখেছে সমান বিচরণ ও সম্পৃক্ততা। তাদের মেধায় পচন ধরায়নি রাজনীতি। অর্থাৎ ত্যাগ, মানব সেবা, দেশপ্রেম, মাটি-মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, সার্বভৌমত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি মহান ব্রত হিসাবে রাজনীতি ছিল ছাত্রদের কাছে পবিত্র দ্যোতক। অথচ এই ছাত্র রাজনীতির আদর্শ, উদ্দেশ্য, মর্যাদা তথা গৌরবজনক পথ চলা মলিন হলো কিভাবে।

বহু কাঠখড় পুড়িয়ে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার ম্যান্ডেট হাতে নিয়ে মহাজোট রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়ার পর ছাত্র রাজনীতির নোংরামি দেখে জাতির বিবেক থমকে দাঁড়াচ্ছে। আধিপত্য বিস্তার, ভর্তি বাণিজ্য: টেন্ডারবাজি এমন কি তুচ্ছ অজুহাতে সরকারি দলের ছাত্ররা উত্তপ্ত করে তুলছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণ। দেশের এ প্রান্তে, ও প্রান্তে সংঘাতময় ছাত্র রাজনৈতিক আচরণের কাছে অসহায় প্রশাসন বাধ্য হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিতে। দলীয় কমান্ড, হুমকি, ধমকি, আইনি হাতিয়ার, সবকিছুই যেন লাগামহীন, অবুঝ, বেপরোয়া ছাত্র রাজনীতির করতলে পিষ্ট হয়ে অদৃশ্য শক্ত আশঙ্কায় হাবুডুবু খাচ্ছে।

সংশয়বাদী কেউ কেউ বলছে, সরকার যদি তাদের অনুসারী ছাত্র রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারে, সরকার পতনে এরাই ঘরের শত্রু বিভীষণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এখন প্রশ্ন হলো, ছাত্ররা কি স্বইচ্ছায় তাদের প্রিয় সরকারকে ত্যক্ত-বিরক্ত করছে। না পর্দার আড়ালে কোন স্বার্থান্বেষী মহলের প্ররোচনা, প্রলোভনে বিভ্রান্ত হয়ে বই-কলম খাতা ছেড়ে ছাত্ররা হাতে তুলে নিয়েছে দা, কুড়াল, আগ্নেয়াস্ত্র। বিপথগামী এই নেতাদের শনাক্ত করা দরকার। আরও দরকার মদদদানকারী নেপথ্যের গডফাদারদের শাস্তির আওতায় আনা। অন্যথায় একাত্তরে উদিত সূর্যটি যেভাবে পঁচাত্তরের পনের আগস্টে অন্ধকার কালো গহ্বরে হারিয়ে গিয়েছিল ঠিক তেমনিভাবে নবম জাতীয় সংসদের মহাবিজয় প্রত্যাশার আড়ালে অস্তমিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে প্রচুর।

শিক্ষাব্যবস্থায় এই অসুস্থ ছাত্ররাজনীতির প্রভাব, প্রতিফলন ডেকে আনছে সর্বনাশা ভয়াবহ বিপর্যয়। শিক্ষা তার দৈনন্দিন কার্য তালিকায় গতিশীলতা ধরে রাখতে পারছে না। সেশন-জট, পরীক্ষার জট, ফলাফল প্রকাশে জট ইত্যাদি হরেক রকম অনাকাঙ্ক্ষিত যন্ত্রণার পাথর তলে পিষ্ট হয়ে হতাশায় কাতরাচ্ছে নিরীহ নিরাপরাধ সাধারণ শিক্ষার্থীরা। রাজনীতির মাপকাঠি ব্যবহার করে ক্যান্টিনে ফাও খাওয়া, ক্ষমতা ঝাঁকিয়ে নিজেকে রাজনৈতিক হিরো হিসেবে জাহির করা ইত্যাদি ভাবাদর্শ রাজনীতি নয়; শুধু শিক্ষাব্যবস্থাকেই করছে কলঙ্কিত ঘৃণিত। এই ঘূর্ণাবর্ত অবস্থা থেকে অপূর্ব সম্ভাবনাময় জাতীয় উন্নয়নের হাতিয়ার ছাত্র রাজনীতি ও শিক্ষাব্যবস্থাকে উদ্ধার করা উচিত নয় কি?

এখনও সময় আছে ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধার, নিজেদের ভাগ্য বদলের মোহ থেকে সরে এসে মানবিক মূল্যবোধ, দেশপ্রেম জাগ্রত করে ছাত্র নেতা সবাইকে জাতির ভাগ্য বদলের প্রত্যাশায় এগিয়ে আসতে হবে। শিক্ষার জোয়াল কাঁধে ছাত্রদের শ্রেণীকক্ষে আবদ্ধ রাখার কলাকৌশল, বিধিবিধান এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। শুধু সরকার নয়, অভিজ্ঞ শিক্ষক, শুভাকাঙ্ক্ষী, অভিভাবক, সুশীলসমাজসহ জাতীয় উন্নয়নের ধারকবাহক সবার উর্বর মস্তিষ্ক দিয়ে ভাবতে হবে পচনশীল রাজনীতির কুচক্র থেকে ছাত্ররাজনীতি ও শিক্ষাব্যবস্থাকে রক্ষা করার উপায় উদ্ভাবনে। অন্যথায় কেউ ছাত্র রাজনীতি করে শুনলে নেতার প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান প্রদর্শন না করে ঘৃণার থু থু ছড়িয়ে দিয়ে ছাত্র রাজনীতিকে দুর্গন্ধময় আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করবে। শিক্ষার উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় ছাত্ররাজনীতি পথ আগলে দাঁড়িয়ে করবে বাধাগ্রস্ত। তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বদরবারে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি দিনবদলের উন্নয়নের প্রত্যাশার মহাসড়ক থেকে ছাত্র রাজনীতির কারণে ছিটকে পড়বে তা কারও কাম্য নয়।